প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

আসক তদন্ত ইউনিট

বিষয়	ঃ	সাভারে র‌্যাবের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে তিন ডাকাত নিহত
তথ্যসূত্র	ঃ	সমকাল, ২৩/০৪/০৮
কার্যসূত্র	ঃ	পরিচালক, তদন্ত ও তথ্য সংরক্ষণ এর মৌখিক নির্দেশ
তথ্যানুসন্ধানের তারিখ	ঃ	২৩/০৪/০৮, ২৯/০৪/০৮ ও ৩০/৪/০৮
তথ্যানুসন্ধানকারী	ঃ	মোহাম্মদ টিপু সুলতান, জন অসিত দাস ও অনির্বান সাহা
ঘটনার তারিখ	ঃ	২২/০৪/০৮ (গ্রেফতার ও হত্যা)
ঘটনাস্থল	ঃ (১)	লিটন মিয়ার বাড়ী (আটকের স্থান) টেপড়া, শিবালয়, মানিকগঞ্জ
	(২)	হাইওয়ে ফিলিং ষ্টেশন (হত্যার স্থান) বলিয়ারপুর, সাভার, ঢাকা
আটককারী কর্তৃপক্ষ	ঃ	র‌্যাব-৪, মানিকগঞ্জ ক্যাম্প, সাভার, ঢাকা

নিহতদের নাম ও ঠিকানা ঃ

(১) নুরুজ্জামান (আনিস) (২৭)
পিতা– মৃত কুতুব উদ্দিন
গ্রাম– বড় দেশী
ইউপি– আমিনবাজার
সাভার, ঢাকা

(২) মোঃ আলম (২৭)
পিতা– মোঃ শহীদুল-াহ
গ্রাম– দুবারই
ইউপি– আমিনবাজার
সাভার, ঢাকা

(৩) বাদশা মিয়া (বাসার) (২৯)
পিতা– সুলতান মিয়া
গ্রাম– শিবপুর
ইউপি– আমিনবাজার
সাভার, ঢাকা

সার-সংক্ষেপঃ

গত ২২ এপ্রিল ২০০৮ তারিখ মানিকগঞ্জের শিবালয় থানার টেপড়া গ্রাম থেকে আটককৃত তিন যুবককে গ্রেফতারের আনুমানিক তিন ঘন্টা পরে সাভারের আমিনবাজার এলাকায় মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। আটককারী র‌্যাব-৪ এর পক্ষ থেকে উক্ত যুবকদের আটকের বিষয় প্রকাশ না করে তাদেরকে ডাকাতি প্রস্তুতিকালে গুলিবিনিময়ে মৃত্যু হয়েছে বলে দায়েরকৃত এজাহারে বলা হয়। এ বিষয়ে মৃতদের বিরুদ্ধে দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। অপরদিকে মৃতদের পরিবার থেকে অভিযোগ করা হয়েছে উক্ত যুবকদের আটক বা মৃত্যু সম্পর্কে তাদেরকে কোন তথ্য দেয়া হয়নি।

ঘটনার বিবরণঃ

গত ২৩/৪/০৮ তারিখে তথ্যানুসন্ধানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে গেলে জানা যায়– নিহত তিনজনের লাশ পোষ্ট মর্টমের জন্য মর্গে আনা হয়েছে। পোষ্ট মর্টেম সম্পন্ন হতে বিকাল হয়ে যাবে, তাছাড়া লাশ সনাক্তকারীরাও কেউ হাসপাতালে উপস্থিত নেই।

ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী লোকজনের বক্তব্য ঃ
তথ্যানুসন্ধানের জন্য সাভারের বলিয়ারপুর ঘটনাস্থলে ঢাকা-আরিচা মহা সড়কের পাশে অবস্থিত হাইওয়ে ফিলিং ষ্টেশনে গেলে দেখা যায় নতুন গড়ে ওঠা ফিলিং ষ্টেশনটির কাজ অর্ধ সমাপ্ত হয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। ফিলিং ষ্টেশনটি জনমানবশুন্য এবং এর দুই পাশে ও পিছনে ফাঁকা মাঠ।

ঘটনাস্থলের অদূরে এনপি (শ্যামলী) পেট্রোল পাম্পের ম্যানেজার অরবিন্দু ঘটনার বিষয়ে জানান– ২২/০৪/০৮ ইং ভোর রাতে আনুমানিক ৪ টার দিকে শ্যামলী পেট্রোল পাম্প থেকে তিনি গোলাগুলির শব্দ শুনতে পান। প্রশ্নোত্তরে তিনি জানান– ওই সয় তিনি আর বাইরে বের হননি।

হাইওয়ে ফিলিং ষ্টেশনের পাশ্ববর্তী নার্সারীর কেয়ার টেকার নুর আলম ঘটনার বিষয়ে তিনি জানান– ২২/০৪/০৮ ইং তারিখে ফজরের আজানের আগে তিনি ৩ টা গুলির আওয়াজ শুনতে পান। আজানের পর ৫/৬ টা গুলির আওয়াজ শুনতে পান। প্রশ্নোত্তরে তিনি জানান– ওই সময় তিনি নার্সারীর ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন, গুলির আওয়াজে যদিও তার ঘুম ভেঙ্গে যায়, কিন্তু ভয়ে তিনি ওই সময় বাইরে বের হননি। সকাল বেলা (ভোর ৬ টার দিকে) বের হয়ে হাইওয়ে ফিলিং ষ্টেশনের কাছাকাছি গিয়ে দেখেন সেখানে অনেকগুলো পুলিশ ও র‌্যাবের গাড়ী এবং অনেক লোক জড়ো হয়ে আছে। র‌্যাবের লোক তখন তাকে ফিলিং ষ্টেশনের কাছে ডেকে নিয়ে ফিলিং ষ্টেশনের উপরে ২টা লাশ এবং ফিলিং ষ্টেশনের পেছনে (নীচে) মাঠের উপর ১টি লাশ দেখিয়ে লাশগুলো সনাক্ত করার কথা বলে। তিনি লাশগুলোর পরিচয় জানেন না বললে লাশগুলো পুলিশ ও র‌্যাবের গাড়ীতে করে সাভার থানায় নিয়ে যায়। নুর আলম একটি লাশের গলার ডান পাশে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দেখতে পান বলে জানান।

হাইওয়ে ফিলিং ষ্টেশনের অদূরে সাগুফতা বিক্স ফিল্ডের দু'জন শ্রমিক শরীফ ও আনছারের সাথে কথা হলে তারা জানান– ভোরে আজানের সময় তারা প্রথমে ৩টি গুলির আওয়াজ এবং আজানের পরে ৮/১০ টি গুলির আওয়াজ শোনেন। পরে সকালে ঘটনাস্থলে এসে ৩টা লাশ ও অনেক লোকজনসহ পুলিশ-র‌্যাবের গাড়ি দেখতে পান। প্রশ্নোত্তরে তারা জানান– নিহতদের পরিচয় সম্পর্কে তারা কিছুই জানেন না।

নিহতের আত্মীয় স্বজনের বক্তব্য ঃ
আমিনবাজার, দুবারই গ্রামে নিহত আলমের বাড়ীতে গেলে **আলমের বোন শিউলী আক্তার** জানান– আলম তার একমাত্র ভাই। আলম আমিন বাজারে কাঁচামালের ব্যবসা করতে, আমিন বাজারে আলমের কোন স্থায়ী দোকান নেই, সে যত্রতত্র যখন যেটা সুবিধা হতো সেই ব্যবসা করতো। প্রশ্নোত্তরে তিনি জানান– আলম এই এলাকার খারাপ লোকের সঙ্গে পড়ে পুলিশের কাছে আগে একবার ধরা পড়েছিল। সে দেওয়ানবাড়ী মার্ডার কেসের আসামী ছিল। গত পরশু দিন (২০/০৪/০৮ ইং) রাতে আলম বাড়ীতে এসে তার সঙ্গে দেখা করে যায়। ২২/০৪/০৮ ইং তারিখে সকাল ৮ টার দিকে একবার একজনের কাছে (নাম জানেন না) খবর পান যে, তার ভাই র‌্যাবের গুলিতে মারা গেছে। **আলমের মা জানান**- তার ছেলে আলমের স্ত্রী (মমতাজ) জানিয়েছে, আলমকে মাণিকগঞ্জের উথলী কোন একটি বাড়ী থেকে (বাদশা ও আনিছসহ) র‌্যাব আটক করে নিয়ে আসে। সকালে এ তিনজনের মৃতদেহ পাওয়া যায়। আলমের ভগ্নিপতি নুরুল হক মোল-া ফোনে জানান-'উথলীর খেপড়ার বিআরটিসি ডিপোর পাশে) লিটনের বাড়ী থেকে র‌্যাব সদস্যরা আটক করে নিয়ে আসে।

বাদশার মা চপোলা (৬০) জানান- মাস খানেক আগে বাদশা প্রেম করে স্থানীয় একটি মেয়েকে বিয়ে করে কিন্তু কন্যাপক্ষ থেকে এ বিয়েতে আপত্তি ছিল। তিনি দাবী করেন- তার ছেলে গাড়ীর ড্রাইভার' কখনো কনডাকটার হিসেবে যা আয় করতো- তাই দিয়েই তাদের সংসার চলে এবং এই জীর্ণ-পুরাতন ঘরে খেয়ে, না খেয়ে তারা বেঁচে আছেন। বাদশার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অপরাধ বা সন্ত্রাসের অভিযোগ নেই। তবে গত ২/৩ মাস যাবৎ সে কোথায় থাকতো - তা তিনি ভাল করে জানেন না। প্রশ্নোত্তরে তিনি জানান- বাদশার স্ত্রী জানিয়েছে- ঘটনার রাতে (২২/৪/০৮) মাণিকগঞ্জের

একটি ভাড়াটে বাড়ী থেকে বাদশা সহ আরো দু'জনকে র‍্যাবের লোকেরা ধরে নিয়ে যায়। বাদশার মা জানান- গ্রেপ্তারের পরে মারা যাবার পরেও- পুলিশ বা র‍্যাব তাদেরকে কোন খবর দেয়নি। নিহত বাদশা'র প্রতিবেশী মামা মোঃ ওয়াজকুরুনি জানান– বাদশা তার অধীনে হানিফ মেট্রোতে ড্রাইভার হিসেবে কাজ করতো। কিন্তু বিগত তিন মাস যাবৎ বাদশার কোন খোঁজ-খবর পাননি। বাদশা খুবই ভাল ছেলে হিসেবে পরিচিত ছিল বলে তিনি জানান।

নিহত নুরুজ্জামান (আনিস)এর বড় ভাই আখেরউদ্দীন(আকিল-৩৮) জানান, নিহত আনিস বিগত কয়েক মাস যাবৎ পৈত্রিক বাড়ীতে থাকে না এবং যোগাযোগও নেই। কয়েক বছর আগে- আনিসের বিরুদ্ধে ফেনসিডিল ও ডাকাতি সংক্রান্ত দু'টো মামলা হয়েছিল; গ্রেপ্তার হবার পর সে জামিনে ছিল। আনিসের মৃত্যু সম্পর্কে তিনি জানান, ঘটনার দিন সকাল আনুঃ দশটার দিকে, পরিচিত লোকজনের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন, আনিস্ মারা গেছে। সাভার থানায় গিয়ে মৃত তিনজনের মধ্যে নিজের ভাই আনিসকে সনাক্ত করেন। আকিল জানান- পুলিশের কথামতো তিনি পোস্টমর্টেম করার পরে লাশ নিয়ে আসার জন্য ৩/৪ হাজার টাকা ব্যয় করছেন। প্রশ্নোত্তরে তিনি জানান- আনিসের আটক ও মৃত্যুর পরে র‍্যাব বা পুলিশের পক্ষ থেকে কোন প্রকার খবর তাদেরকে দেয়া হয়নি। তবে অন্য দু'টি মৃতের আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে তিনি জেনেছেন- মানিকগঞ্জের 'উথলীর কোন একটি বাড়ী থেকে তিনজনকে একত্রে র‍্যাব আটক করে নিয়ে আসে। যাদেরকে বালিয়াপুর বন্দুকযুদ্ধকালে মারা গেছে বলে-র‍্যাবের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়েছে। আখিল বলেন- সত্যিকারের তদন্ত হলে সত্য জানা যাবে কিন্তু, বর্তমানে ক্ষমতাবানরা যা বলেছে- সেটাই সত্য হয়ে যাচ্ছে।

গ্রেফতার সম্পর্কিত বক্তব্য ঃ

অপরদিকে - গত ৩০/৪/০৮ তারিখে, দুপুরে মানিকগঞ্জের উথলীর থানার খেপড়াস্থ ব্র্যাক অফিসে গিয়ে -লিটনদের বাড়ী সনাক্ত করার চেষ্টা করলে তারা বলেন- কয়েকদিন আসা পশ্চিম পাশের লিটনদের (পিতাঃ আমিনউদ্দিন) বাড়ী থেকে তিন যুবককে র‍্যাব সদস্যরা গভীর রাতে আটক করে নিয়ে যায়। পরদিন পত্রিকায় তাদের মৃত্যু সংবাদ পরে- বিভিন্নজনের কাছে জেনেছেন- এদেরকে রাতে লিটনের বাড়ী থেকে তিনজন যুবককে র‍্যাব আটক করেছিল। লিটনদের বাড়ীর (যে বাড়ী থেকে মৃত তিনজনকে আটক করা হয়) পাশের ফার্মেসীর দোকানদার নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান-লিটনের বাড়ী থেকে তিনজন যুবককে র‍্যাব আটক করেছিল; এরা মাত্র কয়েকদিন আগে (এ মাসের ৬ তারিখে) আগে এ বাসা ভাড়া নেয়। এরা দিনের বেলায় বাইরে আসতো নাকি এলেও তাদেরকে বেশী একটা দেখা যেতো না।

এ বাড়ীতে বসবাসকারী গৃহবধূ বুলবুলি (স্বামীঃ আবু সাঈদ) জানান, এপ্রিল মাস থেকে তারা এ বাসায় আছেন। এ বাসার দক্ষিণ দিকের তিনটি ঘরে (তালাবদ্ধ) রেইড করে গত ২২/৩/০৮ তারিখে গভীর রাতে (আনুঃ ১.০০-১.৩০ টা) তিন যুবক-(আনিছ, আলম ও বাদশা)কে র‍্যাব সদস্যরা গভীর রাতে (আনুঃ ১.০০-১.৩০ টা) আটক করে নিয়ে যায়। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে ইতঃস্তত করার পরেও- তিনি জানান; র‍্যাব সদস্যরা টিনের বেড়া টপকে- নিজেরাই বাড়ীর দরজা খুলে ১০/১৫ জন বাড়ীর ভিতরে ঢোকে। আলম ও বাদশা - দুইজনে দুইরুমে তাদের স্ত্রী সহ ঘুমিয়েছিল; অন্য একটি রুমে - আনিছ একা ছিল। তাদেরকে ঘুম থেকে উঠিয়ে র‍্যাব সদস্যরা তিনজন যুবককে নিয়ে চলে যায়। এ বাড়ীর ৮/৯ বছরের একটি মেয়েও অনুরূপ তথ্য দেয়।

এ বাড়ীর মালিক হিসেবে পরিচিত লিটন (পিতা-আমিনউদ্দিন) জানান, বিআরটিসি ডিপোতে পরিচিত একটি ছেলের মাধ্যমে তিনি- আলম, আনিস ও বাদশাকে ঘর ভাড়া দিয়েছিলেন। এরা বিদেশে যাবার জন্য বিআরটিসিতে ড্রাইভিং শিখছে- এমন কথা বলে এরা ঘর ভাড়া নিয়েছিল। তার ভাড়াটেদের আটক সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, পরদিন সকালে অন্য ভাড়াটেদের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন- তার ভাড়াটে আলম, আনিছ ও বাদশাকে র‍্যাব সদস্যরা রাত আনুঃ দেড়টা - দুটোর দিকে ধরে নিয়ে গেছে। পরে তাদের মৃত্যু সংবাদও শুনেছেন। তাই ঘরভাড়া দেবার জন্য 'টু-লেট' নোটিশ ঝুলিয়েছেন। প্রশ্নোত্তরে তিনি জানান- গ্রেফতারের আগে /পরে র‍্যাবের পক্ষ থেকে আটককৃতদের ব্যাপারে তাকে কিছুই জানানো হয়নি। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী বা র‍্যাব তো বিনা অনুমতিতেই যে কোন বাড়ীতে ঢুকতে পারে বা ঢুকে থাকে বলে-তিনি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর দেন।

থানার বক্তব্যঃ

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে, সংশি-ষ্ট ঘটনা সম্পর্কিত এজাহার ও এফআইআর-এর দু'টি দেখান। তাতে দেখা যায়- র‍্যাব-৪(মানিকগঞ্জ ক্যাম্প) সাভারের পক্ষ থেকে টাইপকৃত একই এজাহারের ভিত্তিতে- দু'টি

মামলা (নং ৫৭ ও ৫৮, তারিখ- ২২/৪/০৮) দায়ের করা হয়েছে (এজাহার ও এফআইআর সংযুক্ত)। উক্ত এজাহারে-মৃত তিনজনের নাম পরিচয় দেয়া হলেও, তাদের গ্রেপ্তার/ আটক করার বিষয়ে কোন উলে-খ করা হয়নি। বাদী আক্তার হোসেন (৫৪৫৭, ডি,এ,ডি, র‌্যাব-৪, নবীনগর ক্যাম্প, সাভার) র‌্যাব ক্যাম্পের এম,সি,সি-৮১৩/০৮, ২২/৪/০৮ সূত্রে এজাহারে বলেছেন ২২/৪/০৮ তারিখ রাত ০০.১৫ মিনিটে সন্ত্রাসীদের অস্ত্রসহ আটক করার উদ্দেশ্যে সঙ্গী (এস,আই মোঃ আব্দুল হাই, এ,এস,আই দীনেশ চন্দ্র, এ,এস,আই সিদ্দিকুর রহমান, ল্যাঃ নায়েক অধির কুমার সরকার, নায়েক মোঃ শফিউল আলম, মোঃ মজিবুর রহমান, কনঃ মোঃ বদিউজ্জামান, জীবন কুমার, মোঃ নূরুল করিম, সৈদিক মোঃ রজব আলী, মোঃ মনজুরুল কাদের) র‌্যাব সদস্যগণসহ যাত্রা করেন। পরবর্তীতে সাভার র‌্যাব টহল পার্টির ইনচার্জ, মোঃ আব্দুল খালেক ও তার সঙ্গীরা তাদের সংগে যুক্ত হন। এজাহার মতে রাত আনুঃ ৪.১৫ মিনিটে উক্ত ব্যক্তিরা বড় ধরণের ধর্তব্য অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে (১৫/২০ জনের দল) ব্রিক ফিল্ড এলাকায় প্রবেশের পরে- র‌্যাবের প্রতি গুলিবর্ষণ করলে, আত্মরক্ষায় র‌্যাব সদস্যরা-প্রথমে ফাঁকা (১৪/১৫টি) গুলি বর্ষণ করেন। অপরদিকে, পত্রিকায় (জনকণ্ঠ, ২৩/৪/০৮) একই ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়, লেঃ কমান্ডার আরিফুল ইসলামের নেতৃত্বে র‌্যাব-৪ এর সদস্যরা ঘটনাস্থলে (বালিয়ারপুর) যান। এজাহারে ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র গুলি উদ্ধারের কথা বলা হয়েছে এবং তিনটি মৃতদেহ উদ্ধারের কথা বলা হয়েছে। উলে-খ্য, তদন্তকারী এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা- উভয়েই তথ্যানুসন্ধানকালে অনুপস্থিত থাকায়- এ বিষয়ে অন্য কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।